দৈনিক জনকণ্ঠ

259

তারিখ AUG. 15 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ॥ ফাঁকা ক্যাম্পাসে পুলিশের দৃঢ় অবস্থান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের দ্বিতীয় দিনে শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসমূহে ছাত্র ঐক্যের লাগানো তালা খুলে ফেলা হয়েছে। ক্যাম্পাসে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে প্রায় দুই শ' পুলিশ। ছাত্রছাত্রী শূন্য ক্যাম্পাস খা খা করছে। তবে ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চাঙ্গা করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

এদিকে শনিবার বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিবির নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিবির নেতা জোবায়ের হত্যাকারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি ও আন্তঃ ক্যাম্পাস বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও পুলিশ কেউই নিরাপদ নয় বলে সম্মেলনে বলা হয়। তাঁরা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানান। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চবি শিবির সভাপতি মজিবুর রহমান মনজু।

অপরদিকে গত দু'দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনার সাথে উপাচার্যকে জড়িত করে ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে বক্তব্য প্রদান করেছে, উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের অসত্য বক্তব্যকে দুঃখজনক উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, 'উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে আমি সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছি, কখনও আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার অপচেষ্টা করিনি।'

এছাড়া শুক্রবার অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় ক্যাম্পাস বাস বন্ধের কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সকল সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়। সমিতির সভাপতি ডঃ মনজুর মোর্শেদ মাহামুদ সভাপতিত্ব করেন।